দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

কোন ব্র্যাক কর্মীকে স্কুলে ঢুকতে দেয়া হবে না

–শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিসমূহের নেতৃবৃন্দ এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ ব্র্যাকের আমন্ত্রণ শুধু প্রত্যাখানই করেনি তারা কোন ব্র্যাককর্মীকে প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার এর ব্যতিক্রম কিছু করলে তার দায়িত্ব ব্র্যাককেই বহন করতে হবে বলে তারা উল্লেখ করেছে। তারা বলেছেন, ব্র্যাক চেয়ারম্যান ফজলে হাসানের প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা থাকার কথা। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষক সমাজকে আর উত্তেজিত না করাই শ্রেয়। ৪টি প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন ব্র্যাকের আমন্ত্রণপত্র প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্র্যাকের আমন্ত্রণপত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার

পৃঃ ১২ঃ কঃ ১

কোন ব্র্যাক কর্মীকে স্কুলে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যে গতকাল অনুষ্ঠিত ৪ সংগঠনের সভায় এ প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় বলা হয়, শুধু প্রত্যাখানই নয় কোন ব্র্যাককর্মীকে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

সভায় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ক্ষোভ ও ঘৃণাভরে প্রাথমিক শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার গভীর ষড়যন্ত্রের আরেকটি পদক্ষেপ হলো চাচক্রের এই আমন্ত্রণপত্র। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসলে সরকারের সাথেই বসবে, ব্র্যাকের সাথে নয়। কোন রকম প্রলোভন দেখিয়ে কোন ফায়দা লুটতে দেয়া হবে না। লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে এক ও অভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাকের দেয়া পরিপত্র বাতিল করা হবে।

সভায় শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির সম্পাদক বি এম আসাদ উল্লাহ, গ্রাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সি. সহ-সভাপতি ফরিদউদ্দিন কামাল, সম্পাদক বদরুল আলম মুকুল, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুর্শিদ, শামসুল আলম, মহাসচিব মৃগেন্দ্র মোহন সাহা, মহানগর সম্পাদক এম এ মান্নান, বাংলাদেশ কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মাহবুবুল আলম প্রমুখ।

৪ সংগঠনের যৌথ পরবর্তী কর্মসূচী হচ্ছে : ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ, মিডিয়া প্রতিনিধি, পেশাজীবীগণের সাথে মতবিনিময় সভা, ১০ জুলাই সকল জেলায় শিক্ষক সমাবেশ, ১৭ জুলাই ঢাকায় সকল শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে সমাবেশ ও পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা।

সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে ব্র্যাকীকরণের চুক্তি বাতিল, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ২০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের চাকুরী জাতীয়করণসহ ৮ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী শিক্ষকরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করে সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর ও মহাসচিব মনজুর আলী, কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম মোহাম্মদ, মোঃ মহিউদ্দিন খোন্দকার, আবদুস ছাত্তার, হাবিবুর রহমান হাবিব, মোমোন বাবুল, জেবুন নাহার প্রমুখ কর্মসূচী সফল করায় বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে ব্র্যাকের কর্মকর্তাদের সাথে চাচক্রে বসার যে আমন্ত্রণ দিয়েছিল তাও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তারা বলেন, বিভিন্নভাবে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ব্র্যাক। কিন্তু তা কখনই সফল হবে না বলে নেতৃবৃন্দ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ব্র্যাকের সাথে শিক্ষক সমাজ আলোচনায় বসার প্রশ্নই ওঠে না।

নীলফামারী জেলা সংবাদদাতা জানান, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরাও ২০% মহার্ঘভাতা দাবী করে গতকাল নীলফামারী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নীলফামারী জেলা শাখার আহবায়ক অধ্যাপক সরওয়ার মানিকের নেতৃত্বে একদল শিক্ষক প্রতিনিধি বিকেলে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশিদুল হাসানের কাছে ২০% মহার্ঘভাতাসহ ৫ দফা দাবীসম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মাগুরা জেলা সংবাদদাতা জানান, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য ফ্রন্ট মাগুরা জেলা শাখার পক্ষ থেকে বেসরকারী [illegible] শিক্ষকদের ২০% মহার্ঘভাতা প্রদানের সুস্পষ্ট ঘোষণাসহ ৪ দফা দাবী জানান হয়েছে। গতকাল ফ্রন্টের পক্ষে অধ্যক্ষ কাজী নজরুল ইসলাম, খোন্দকার হায়াত আলী, মোঃ বদিউজ্জামান, আদিত্য কুমার বিশ্বাস ও মুঃ আলিমুজ্জামান স্বাক্ষরিত দাবীনামা মাগুরার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পাঠান হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা সংবাদদাতা জানান, বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০%, পদোন্নতি, পূর্ণাঙ্গ পেনসন, উৎসবভাতাসহ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল (বুধবার) দুপুরে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি টাঙ্গাইল জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে।

এ সময় বাকশিস জেলা শাখার সভাপতি অধীর সাহা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজাহার আলী মিয়া, অধ্যক্ষ আনোয়ার ইমাম, অধ্যক্ষ নাজিমুদ্দিন, শফিউদ্দিন খোসনবিশসহ শিক্ষক-কর্মচারী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফেনী আঞ্চলিক অফিস জানায়, প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণের বিরুদ্ধে এবং ২০% মহার্ঘভাতা প্রদানের ও জাতীয়করণের দাবীতে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল (বুধবার) প্রধান উপদেষ্টা বরাবর এক স্মারকলিপি ফেনী জেলা প্রশাসক মোঃ মাছুম খানের হাতে হস্তান্তর করা হয়। স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মহিউদ্দিন খন্দকার ও জেলা সভাপতি মোকাররম বিল্লাহ। ওই সময় সমিতির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরো অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন।

রাউজান উপজেলা সংবাদদাতা জানান, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস), বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (ফেডারেশন), রাউজান উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ ২০% মহার্ঘভাতা, ৪৫% বাড়ীভাড়া, ২টি পূর্ণাঙ্গ উৎসবভাতা, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও মুনাফালের অজুহাতে এমপিও বন্ধের নির্দেশ প্রত্যাহার এবং বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুপাতপ্রথা বাতিল করে পদোন্নতির ব্যবস্থাকরণের দাবীতে রাউজান উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ জসিম উদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। গতকাল বুধবার সকালে স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এ কে এম আব্দুর রশীদ, সুভাষ চন্দ্র ধর, সেলিম নেওয়াজ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম (গহিরা), মোঃ ফারুক (এয়াছিন শাহ), প্রেসক্লাব সভাপতি এম বেলাল উদ্দিন প্রমুখ।